بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২রা অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

সূরা বাকারার এই আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ হলো, "এবং আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে কিছুটা ভয়-ভীতি, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ আর প্রাণ সমূহ ও ফলফলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব। আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সু-সংবাদ দাও যারা তাদের ওপর কোন বিপদাপদ আসলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (সূরা আল বাকারা: ১৫৬-১৫৭)

এ আয়াতগুলোতে মু'মিনদের সেসব বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা সমস্যা বা বিপদাপদ বা যেকোন সমস্যার মুখে প্রদর্শন করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, একজন প্রকৃত মু'মিনকে তখন চেনা যায় যখন সে এসব বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক হয়। মু'মিনদের কখনো ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় আবার কখনো সমষ্টিগত। কিন্তু সত্যিকার মু'মিন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি নিয়ে সফলতার সাথে সব ক্ষয়-ক্ষতি থেকে উত্তোরণ ঘটায় আর তার তাই করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতায় এ বিষয়ে বিষদভাবে আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন আঙ্গিকে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এখন আমি এই প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, **"সমস্যা বা বিপদাপদকে ঘৃণা করা উচিত নয় কেননা, সমস্যাকে যে ঘৃণা করে সে মু'মিন নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি (আ.) বলেন, **"এই বিপদই যখন রসূলদের ওপর আসে তখন তা তাদেরকে পুরস্কারের শুভ সংবাদ দেয় আর একই বিপদ যখন পাপাচারীদের ওপর আপতিত হয় তখন তা তাদের ধ্বংস করে দেয়। এক কথায় সমস্যার সময়** قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ **পড়া উচিত অর্থাৎ বিপদাপদের মুখে খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকা উচিত।"**

তিনি (আ.) বলেন, **"মু'মিনের জীবনের দু'টো অংশ রয়েছে। মু'মিন যে সৎকর্ম করে তার জন্য পুরস্কার নির্ধারিত থাকে কিন্তু ধৈর্য এমন একটি বিষয় যার প্রতিদান সীমাহীন এবং**

অগণিত। (অর্থাৎ, পুণ্যের পুরস্কার রয়েছে কিন্তু ধৈর্যের প্রতিদান সীমাহীন) আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরাই ধৈর্যশীল, এরাই খোদা তা'লাকে বুঝতে পেরেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জীবনের দু'টো অংশ নির্ধারণ করেন যারা ধৈর্যের অর্থ বুঝে। প্রধানতঃ যখন তারা অর্থাৎ ধৈর্যশীলরা দোয়া করে আল্লাহ্ তা'লা সেই দোয়া গ্রহণ করেন যেমনটি তিনি নিজেই বলেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লা কিছু যৌক্তিক কারণে বা যুক্তিযুক্ত কারণে মু'মিনের দোয়া গ্রহণ করেন না। তখন মু'মিন খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্মসমর্পণ করে। রূপক অর্থে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের সাথে বন্ধুত্ব সূলভ সম্পর্ক রাখেন। যেভাবে দুই বন্ধুর একজন কখনো দ্বিতীয় জনের কথা মানে আবার কখনো তাকে মানায়, মু'মিনের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সম্পর্কের দৃষ্টান্তও এমনই। কখনো তিনি মু'মিনের দোয়া গ্রহণ করেন যেমনটি তিনি নিজেই বলেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ আবার কখনো মু'মিনকে নিজের কথা মানাতে চান যেমন তিনি বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ অতএব একথা অনুধাবন করাই ঈমানের পরিচয়, একপেশে হওয়া উচিত নয়।"

তিনি (আ.) বলেন, "বিপদাপদের সময় মু'মিনের দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয় কেননা, মু'মিনের মর্যাদা নবীর চেয়ে বড় নয়। আসল কথা হলো, সমস্যার সময় ভালোবাসার এক প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত হয়। মু'মিন এমন কোন বিপদ বা সমস্যার সম্মুখীন হয় না যার কল্যাণে সে সহস্র সহস্র ধরণের স্বাদ বা আনন্দ না পায়।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "খোদার প্রিয়দের ওপর সমস্যা পাপের ফলে নাযিল হয় না।" তিনি বলেন, "মু'মিনের সুপ্ত গুণাবলীও সমস্যার ফলেই প্রকাশ পায়। অতএব দেখ! মহানবী (সা.)-এর দুঃখ-কষ্ট এবং সাহায্যের যুগে তাঁর পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলী কীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) সমস্যার সম্মুখীন না হলে এখন তাঁর পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে আমরা কি-ইবা বর্ণনা করতাম। মু'মিনের কষ্টকে অন্যরা নিঃসন্দেহে কষ্ট মনে করে কিন্তু মু'মিন এসবকে কষ্ট মনে করে না।" তিনি বলেন, "আবশ্যকীয় কথা হলো, মানুষের সত্যিকার তওবার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আর একথা বিশ্বাস করা যে, তওবার ফলে তার এক নতুন জীবন লাভ হয়। যদি তওবার ফল পেতে চাও তাহলে কর্মের মাধ্যমে তওবাকে পূর্ণতা দাও। দেখ! এক মালি চারা রোপন করার পর এতে পানি দেয় এবং এর মাধ্যমে সেটিকে উৎকর্ষতায় পৌঁছায়; অনুরূপভাবে ঈমানও একটি চারা আর এতে কর্ম বা আমলের মাধ্যমে পানি সিঞ্চন হয়। তাই ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য আমল বা কর্মের একান্ত প্রয়োজন। যদি ঈমানের সাথে আমল না থাকে তাহলে সেই চারা শুকিয়ে যাবে এবং সে ব্যর্থ হবে।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মু'মিন হয়ে তোমরা পরীক্ষাকে ঘৃণা করো না। সে-ই ঘৃণা করবে যে পূর্ণ মু'মিন নয়। কুরআন শরীফ বলে, وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা কখনো তোমাদের ধন-সম্পদ, প্রাণ বা সন্তান-সন্ততি বা ক্ষেত-খামার ইত্যাদির ক্ষয়-

ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবো। কিন্তু এমন সময় যারা ধৈর্য ধারণ করে আর কৃতজ্ঞ থাকে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য খোদার করুণা-দ্বার অবারিত ও সুপ্রশস্ত এবং তাদের ওপর খোদার কল্যাণরাজি নাযিল হবে যারা এমন সময় বলে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ অর্থাৎ আমরা এবং আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এসেছে আর অবশেষে এসব কিছুর প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্ তা'লার দিকেই হবে। কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির দুঃখ তাদের হৃদয়ে প্রভুত্ব করতে পারে না। তারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীর মর্যাদায় আসীন থাকেন। এমন মানুষরাই ধৈর্যশীল হয়ে থাকেন আর ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা অশেষ প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন।"

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "কিছু মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন না বা আল্লাহ্‌র ওলী ও বন্ধুদেরকে তীর্যক সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করে যে, তাদের অমুক দোয়া গৃহীত হয়নি। আসল কথা হলো, সেসব নির্বোধ এই ঐশী বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হয়ে থাকে। যার খোদা সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতা আছে সে এই নিয়ম সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবহিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা মেনে নেয়ার এবং মানানোর দু'টো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। এগুলোকে শিরোধার্য করাই হলো ঈমান। তোমরা শুধু একটি আঙ্গিকের ওপর জোর দেবে না। তোমরা খোদার বিরোধিতা করে তাঁর নির্ধারিত আইন লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, এমনটি যেন না হয়।"

তিনি (আ.) বলেন, "মানুষের জন্য উন্নতির দু'টোই রীতি আছে। একটি হলো, শরীয়তের আদেশ যেমন, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ্ব ইত্যাদি শরীয়তের নির্ধারিত দায়িত্ব মেনে চলার মাধ্যমে যা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে স্বয়ং পালন করে, কিন্তু এই বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ যেহেতু মানুষের নিজের হাতে থাকে তাই এগুলোর ক্ষেত্রে কোন সময় আলস্য এবং ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে বসে আবার কোন কোন সময় এতে সহজসাধ্যতা আর আরামপ্রিয়তাও সন্ধান করে। তাই দ্বিতীয় রীতি হলো সেটি যা সরাসরি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মানুষের ওপর নিপতিত হয় আর এটিই মানুষের প্রকৃত উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। কেননা শরীয়তের দায়িত্বাবলী পালনের ক্ষেত্রে মানুষ শরীয়তের শিক্ষাকে এড়িয়ে চলা বা আরাম প্রিয়তার কোন না কোন পথ বের করেই নেয়। যেমন কারো হাতে চাবুক দিয়ে তাকে যদি বলা হয় যে, তোমার নিজের দেহে চাবুক মার তাহলে জানা কথা, দেহের আরাম বা ভালোবাসার কথা মাথায় এসেই যায়। কে আছে যে নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিতে চায়। সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের সম্পূর্ণতার জন্য অপর একটি রাস্তা নির্ধারণ করেছেন আর বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে থাকবো কখনো কিছুটা ভয়ের মাধ্যমে, কখনো অনাহার, কখনো সম্পদ, প্রাণ এবং ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে। কিন্তু এসব সমস্যা এবং কঠোর পরিস্থিতি আর অনাহার-অর্ধাহারে ধৈর্য যারা ধারণ করে বলে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও,

তাদের জন্য খোদার কাছে বড় বড় এবং বিশেষ প্রতিদান নির্ধারিত রয়েছে। দেখ! এক কৃষক কত কষ্ট করে এবং হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে হালচাষ করে জমি প্রস্তুত করে। এরপর বীজ বপন করে, পানি সিঞ্চনের কষ্ট সহ্য করে। অবশেষে হরেক প্রকার কষ্ট, পরিশ্রম এবং রক্ষণাবেক্ষণের পর যখন ফসল পাকে তখন অনেক সময় খোদা তা'লার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রজ্ঞার ভিত্তিতে শিলাবৃষ্টি হয় বা কখনো অনাবৃষ্টির কারণে ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। বস্তুতঃ এটি সেসব সমস্যার একটি দৃষ্টান্ত যার নাম হলো, নিয়তির নির্ধারিত কষ্ট বা সমস্যা। এমন অবস্থায় মুসলমানদের যে পবিত্র শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা তকদীরে সন্তুষ্ট থাকার কত সুন্দর এক দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষা আর সেটিও কেবল মুসলমানদেরই অদৃষ্ট।"

অতএব সর্বদা একথা দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত, আমাদের হৃদয়ে যেন কখনো এই ধারণা না জাগে যে, কেন আল্লাহ্ তা'লা বড় বড় ক্ষয়-ক্ষতি এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের অতিবাহিত করেন? আর কোন বিরোধীর হাসি-ঠাট্টা বা একথা বলার কারণে যেন আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হই যে, খোদা যদি তোমাদের সাথে থাকেন তাহলে তোমাদের ক্ষতি হয় কেন?

এই উদ্ধৃতিগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে যা কিছু বর্ণনা করেছেন এর কতেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমি আপনাদের সামনে পুনরায় উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, সর্বদা স্মরণ রেখো, রসূলদের ওপর বা খোদার প্রিয়দের ওপর কষ্ট ও বিপদাপদ বা সমস্যাবলী আপতিত হয়ে থাকে আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে নবীদের জামাতের ওপরও পরীক্ষা আসে যারা তাদের সঠিক শিক্ষার অনুসারী। যাহোক আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়গণ যখন এই কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হন তখন খোদা তা'লা তাদেরকে কোন সমস্যার মাঝে ঠেলে দিতে বা শাস্তি দেয়ার জন্য সমস্যার সম্মুখীন করেন না বরং তিনি তাদেরকে পুরস্কারের শুভ সংবাদ দেন। আর এমন কষ্ট যখন খোদার রসূল ও তাঁদের জামাতের বিরোধীদের ওপর আসে বা পাপাচারীদের ওপর নাযিল হয় তখন তা তাদের ধ্বংসের কারণ হিসেবে আসে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, সমস্যার মুখে ধৈর্য ধারণকারীরা আল্লাহ্ তা'লার অসীম এবং অশেষ প্রতিদানের উত্তরাধিকারী হয়।

অতএব এক মু'মিনকে ধৈর্যের অর্থ বুঝতে হবে। ধৈর্যের অর্থ এটি নয় যে, কোন ক্ষতি হলে মানুষ দুঃখ প্রকাশ করতে পারবে না বরং এর অর্থ হলো, কোন ক্ষতি বা কোন কষ্টের ফলে এতটা মনোপীড়ায় ভোগা উচিত নয় যে, মানুষের কান্ডজ্ঞানই লোপ পাবে এবং নিরাশ হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে যাবে আর নিজের যে কর্মশক্তি রয়েছে সেগুলোকে ব্যবহার করা ছেড়ে দিবে। অতএব কিছুটা দুঃখ প্রকাশ করাও যুক্তিযুক্ত, কোন ক্ষতির মুখে তা করা উচিত কিন্তু একই সাথে এক নতুন সংকল্প নিয়ে পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছার জন্য পূর্বের চেয়ে অধিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং কর্মেরও প্রয়োজন রয়েছে।

সেই সাথে এটিও স্মরণ রাখা উচিত, ধৈর্যশীল মানুষই দোয়ার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে। কখনো আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষণিকভাবে দোয়া গ্রহণ করেন আবার অনেক সময় কোন প্রজ্ঞা বা যৌক্তিক কারণে দোয়া গ্রহণ করেন না কিন্তু মু'মিনের কাজ হলো, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার

সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা আর খোদার কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনুযোগ না করা। এটিই সত্যিকার ধৈর্য। আর ধৈর্য যদি এমন মানের হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদেরকে অঢেল দানে ভূষিত করেন। তিনি (আ.) বলেন, **"খোদার নিষ্ঠাবান বান্দারা সমস্যার সময়ও আনন্দের মাঝে থাকে কেননা তারা দেখে, এ সমস্যার অন্তরালে খোদা তা'লার অগণিত নিয়ামতরাজি এবং কৃপারাজি রয়েছে।"** তিনি (আ.) বলেন, **"মু'মিন পাপের কারণে বিপদাপদ এবং সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয় না বরং এটি খোদার পক্ষ থেকে পরীক্ষা হয়ে থাকে যেন জগদ্বাসী জানতে পারে, আল্লাহ্‌র বান্দারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকেন।"** তিনি (আ.) বলেন, **"খোদার দৃষ্টিতে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব যিনি আছেন বা ছিলেন, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কিন্তু তিনিও সীমাহীন দুঃখ-যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছেন। বরং ব্যক্তিগত কষ্টেরও তিনি সম্মুখীন হয়েছেন আর সমষ্টিগতও। মহানবী (সা.) যতটা কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন অন্য কেউ তেমন কষ্টের মুখোমুখি হয়নি কিন্তু সকল কষ্টের মুখে তাঁর ধৈর্য এবং খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও আমাদের চোখে পড়ে না। এটি সেই মহান চরিত্র যা সবার জন্য এক উত্তম আদর্শ।"**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় প্রকৃত তওবার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, **"তোমাদের সাফল্য ও পরীক্ষায় পাশ করার জন্য এটিও একান্ত আবশ্যক।"** অতএব মু'মিনের কাজ হলো, কর্মের বা আমলের পাশাপাশি তওবার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা অর্থাৎ সকল সমস্যা এবং পরীক্ষার সময় খোদার দরবারে বিনত হয়ে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করা এবং এরপর সৎকর্মের মাধ্যমে নিজের সংশোধনের ধারা অব্যাহত রাখা। তিনি আরো বলেন, যেভাবে এক মালি চারা রোপন করে পানি দেয়, সেটিকে লালন-পালন করে এবং পানি সিঞ্চন করে একইভাবে মু'মিনদেরও উচিত ঈমানের চারায় সৎকর্মের পানি সিঞ্চন করা। যদি এমনটি কর তাহলে এটিই একজন মু'মিনের সফলতার কারণ। তিনি বলেন, মানুষের কথায় মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই। অনেক মানুষ অপলাপ করে। মানুষ তো আল্লাহ্‌র ওলীদের বিরুদ্ধেও আপত্তি করে আসছে যে, তাদের অমুক অমুক দোয়া গৃহীত হয়নি। তিনি (আ.) বলেন, এমন আপত্তিকারীরা সত্যিকার অর্থে খোদার নিয়ম বা বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। একজন মু'মিন জানে, খোদা তা'লা কখনো মানেন আর কখনো মানান। এটিই তাঁর রীতি। তিনি (আ.) আমাদের নসীহত করেন, তোমরা এমন লোকদের মতো হবে না যারা খোদার বিধানকে লঙ্ঘন করে।

এখানে অগ্নিকান্ডের যে ঘটনা ঘটছিল সে সম্পর্কে এক বন্ধু আমাকে বলেন, তার অ-আহমদী বন্ধু তাকে বলে, তোমাদের দোয়া যদি এত বেশি গৃহীত হয় তাহলে আগুন কেন লাগলো? তোমাদের ওপর এই সমস্যা কেন আসলো? যাহোক তিনি তাকে বুঝিয়েছেন, রসূলে করীম (সা.)-এর ওপর কি সমস্যা আসে নি বা মু'মিনরা কি সমস্যার সম্মুখীন হয় না? কিন্তু আপত্তিকারীরাতো আপত্তি করেই থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমরা এমন লোকদের মতো হবে না যারা ঐশী আইন লঙ্ঘন করে। মু'মিনের সমস্যা এবং বিপদাপদ স্থায়ী হয় না। তা আসে আবার চলে যায়। তাই ধৈর্য ও দোয়া এবং নিজেদের আমল ও কর্মের মাধ্যমে খোদার কৃপারাজি আকর্ষণকারী হও। যখনই সমস্যার সম্মুখীন হও বা যখনই বিপদাপদ আসে তখন যারা إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ বলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হও। এরা এমন মানুষ যাদেরকে খোদা তা'লা শুভ সংবাদ দেন। মানুষ যখন إِنَّا لِلَّهِ বলে তখন এর অর্থ হবে, আমরা আল্লাহ্ তা'লারই। যখন সমস্যা এবং ক্ষয়-ক্ষতি দেখে আমরা إِنَّا لِلَّهِ বলি এই অর্থে বলি যে, আমরা যেহেতু আল্লাহ্‌র তাই তিনি আমাদের কখনো ধ্বংস করবেন না। যদি কোন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা হয়তো পূর্বের চেয়ে অধিক নিয়ামতের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে চান। আর إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ বলে আমরা খোদা তা'লার দরবারে বিনত হয়ে আসলে একথাই বলি, ভবিষ্যতের বড় নিয়ামত প্রাপ্তির পথে আমাদের কারণে যেন কোন বাধা সৃষ্টি না হয় বরং তোমার দরবারে বিনত হয়ে হে আল্লাহ্! আমরা এই নিয়ামত যাচনা করছি আর আমরা সর্বদা তোমারই কৃপার ভিখারী। অতএব আমাদেরকে ধৈর্যশীল কর আর আমাদের কর্মকে উন্নত মানে পৌঁছানোরও তৌফিক দাও আর তোমার সন্নিধানে আমাদেরকে সবসময় সমর্পিত রাখ। আমরা যদি এই অবস্থা অর্জন করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ উন্নতিও হবে আর পূর্বের চেয়ে অধিক জামাতী উন্নতি পরিদৃষ্ট হবে। শত্রুর শত্রুতা এবং তাদের উপহাস ও হাসি-ঠাট্টা আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না যদি খোদার সাথে আমাদের সত্যিকার এবং খাঁটি সম্পর্ক থাকে।

যেমনটি পূর্বেও আমি বলেছি, সম্প্রতি মসজিদের সাথে লাগোয়া দু'টো হলে অগ্নিকান্ডের ফলে অনেক ক্ষতি হয়েছে। আগুনের বিভিষীকা ছিল ভয়াবহ। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম যখন এ সম্পর্কে সংবাদ প্রচার করে তখন হিংসা-বিদ্বেষে সীমালঙ্ঘনকারীরা বড় আনন্দ-উল্লাস করে। একটি দৃষ্টান্ত পূর্বেও আমি দিয়েছি। তারা বলে, ভাল হয়েছে, মসজিদ জ্বলছে। বরং তারা তো একথাও বলে, এটি মসজিদই নয়। যেহেতু এরা মুসলমান নয় তাই এদের ইবাদতের স্থান জ্বলেছে। প্রথমে তো তারা আনন্দ উল্লাস করে আর এরপর যে কারণে তারা আক্ষেপ করেছে সেটি পোড়ার কারণে নয় বরং তারা আক্ষেপ করেছে এই নিয়ে যে, এদের মাত্র দু'টো হল কেন পুড়লো, মসজিদ কেন পুড়লো না? এই নিয়ে তারা আক্ষেপ করতে থাকে। এ হলো বর্তমান যুগের কতক মুসলমানের স্বরূপ। কিন্তু তাদের সবাই এমন নয়। কোন কোন অঞ্চলের মুসলমানরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিও ব্যক্ত করেছে। একটি অঞ্চলের মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই সহানুভূতির বার্তাও এসেছে, আপনাদের মসজিদের কিছু অংশ বা হল জ্বলে গেছে বলে আমরা সত্যিই দুঃখিত। তারা লিখেছে, কয়েক মাস পূর্বে আমাদের মসজিদও পুড়ে গিয়েছিল। আগুন লেগেছিল এবং বেশ কয়েক মাস মসজিদ বন্ধ ছিল। এখন মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মসজিদ খুলেছে। অনবহিত ও জ্ঞানহীন কিছু স্থানীয় ইংরেজরাও বলেছে, ভালই হয়েছে কেননা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনিতেই ঘৃণা ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু

আমাদের প্রতিবেশী এবং এমন মানুষ যারা জামাতকে জানে, তারাই অ-মুসলিমদেরকেও আর অ-আহমদীদেরকেও উত্তর দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। এটি তো এমন জামাত যারা সঠিক ইসলামী শিক্ষা মেনে চলে। আর এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন চ্যানেল এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম এই সংবাদ প্রচারও করেছে। ইউরোপে এভাবে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে, ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ভাষ্যও প্রদান করে, এটি কেমন জামাত, এদের পরিচয় কি ইত্যাদি। বস্তুত এই ঘটনা জামাতকে পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে পরিচিতিও করেছে। যদিও আমাদের আক্ষেপ এবং আফসোস হয়েছে, আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি আর إِنَّا لِلَّهِ ও পড়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই ক্ষয়-ক্ষতি এবং পরীক্ষার মাঝেও জামাতের পক্ষে মানুষকে দাঁড় করিয়ে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমি এদের সাথে আছি।

অগ্নিকান্ডের কারণ কী ছিল এটি এখনও পুলিশের কাছে সুস্পষ্ট নয়। তারা কিছুই বলেনি কিন্তু খুব সম্ভব রান্নাঘর-সন্নিবেসিত যে স্টোর আছে সেখান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। সেখানে প্লাস্টিকের বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম রাখা ছিল যার কারণে স্বল্পতম সময়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ছাদের কাঠ বা এসির ডাক্ট্সের মাধ্যমে সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কারণ যাই হোক না কেন এ কথা আমাদের এখানে মসজিদের স্টাফ, আমেলা এবং ব্যবস্থাপকদের দুর্বলতার প্রতিও ইঙ্গিত করে; আর তাদেরও ইস্তেগফার করার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত। যেভাবে আগুন জ্বলে উঠেছিল এর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হতে পারত। দমকল বাহিনীও এ কথাই বলে, তোমরা বেঁচে গেছ কেননা এমন অগ্নি যার তাপমাত্রা শত শত বরং হাজার হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উপনীত ছিল তাতে অনেক ক্ষতি হতে পারত। কিন্তু সেই অনুপাতে তেমন কোন ক্ষতিই হয়নি। আমি বলছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে অ-আহমদীদের মাধ্যমে জামাতের যে প্রভাব রয়েছে প্রকাশ করেন। প্রেস বা প্রচার মাধ্যমের অতিরঞ্জিত আকারে শিরোনাম বানানো এবং উত্তেজনা ছড়ানোর অভ্যাস থেকে থাকে। তারা এমন সংবাদেরই সন্ধানে থাকে। যখন এই ঘটনা ঘটছিল তখন এক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এখানে আসেন আর আমাদের ইশায়াত সেক্রেটারীর সাক্ষাৎকার নেন। বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়েই তা করা হচ্ছিল কেননা ভেতরে আসার অনুমতি ছিল না। তিনি আমাদের সেক্রেটারী সাহেবকে প্রশ্ন করেন, প্রতিবেশীদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন আর তাদের মতামত কি? তিনি যখন এই প্রশ্ন করেন তখনই একটি গাড়ি এসে সেখানে থামে আর গাড়ি থেকে এক ইংরেজ মহিলা নেমে আসেন। কাছে এসে তিনি বলেন, আমি আপনাদের এক প্রতিবেশীনি। আমি মসজিদের পাশেই থাকি, এরপর তিনি সাহায্যের প্রস্তাব দেন। এভাবে আরো অনেকেই আসে, গীর্জার বা চার্চের প্রতিনিধিরাও আসে। যাহোক প্রতিবেশীদের এই অভিব্যক্তি সরাসরি শুনে সেই পত্রিকার বা প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধি বলেন, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। আমার আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। অতএব এক দিকে এই হলো সেই সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণীর আচরণ যারা মুসলমানও নয় আর অপরদিকে কতক

মুসলমানের আচরণ দেখুন! যারা আনন্দ-উল্লাস করছে আর সুবহানাল্লাহ্ পড়ছে। ঠিক আছে, আজকে এরা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে এবং খোদার আত্মাভিমানকে জাগ্রত করার জন্য সুবহানাল্লাহ্ পড়ছে, পড়ুক, কিন্তু ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই এর চেয়ে উত্তম এবং আরো সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে আমরাও প্রকৃত সুবহানাল্লাহ্ পড়বো আর একই সাথে মাশাআল্লাহ্ও পড়বো।

আমি যেমনটি বলেছি, পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া এটি খোদা তা'লার সুন্নত বা রীতি। আমি বলেছিলাম, একথা জানা নেই যে, এই অগ্নিকান্ডের কারণ কী আর কীভাবে সব কিছু ঘটলো। যদি এসবকিছু কোন ষড়যন্ত্র বা দুষ্কৃতিমূলক কাজ হয়ে থাকে তাহলে এমন কাজের ফলে জামাতের উন্নতি থেমে যাবে এটি সম্ভব নয়। হ্যাঁ আমি যেমনটি বলেছি, ব্যবস্থাপকদের নিজেদের দুর্বলতা চিহ্নিত করা উচিত এবং সেগুলো নিয়ে ভাবা উচিত। এই ঘটনা তাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। আমি যেমনটি ঈদের খুতবায় বলেছিলাম, ক্ষতি করা এবং আগুন প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জামাতকে বা নবীর উদ্দেশ্যকে ব্যহত করা কিন্তু এতে তারা কোনভাবেই সফল হতে পারবে না। যদি কারো দুরভিসন্ধি থেকেও থাকে তাহলে এর ফলে সামান্য ক্ষতি হলেও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যশীলদের শুভসংবাদের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর অব্যবহিত পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং আগুন লাগানোর ধারা অব্যাহত আছে বা অগ্নিসংযোগের ধারা অব্যাহত আছে, কিন্তু তাতে কি হচ্ছে আর কি ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে? আমরা সর্বত্র জামাতের উন্নতিই লক্ষ্য করি। এক প্রকার অগ্নি হলো, বাহ্যিক আর অপর আগুন মানুষের আভ্যন্তরীণ হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার অগ্নি। যদিও আমাদের মসজিদ সংলগ্ন একটি অংশে আগুন লেগেছে, কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, আমাদের এই ক্ষতি ইনশাআল্লাহ্ পুষে যাবে বা পূরণ হয়ে যাবে আর ইনশাআল্লাহ্ আমরা ঐশী শুভসংবাদ থেকেও অংশ পাবো আর এই ধৈর্য ও দোয়া আমাদেরকে স্বর্গীয় স্নিগ্ধতা এবং খোদার সুশীতল ছায়ার বেষ্টনীতে স্থান দিবে। কিন্তু এই বাহ্যিক অগ্নির কারণে বিরোধীদের হিংসার অগ্নিই দাউ দাউ করে জ্বলছে। যেমনটি আমি বলেছি, আগুন লাগার কারণে অনেকেই উল্লসিত হয় কিন্তু এরপর তারা এটি নিয়ে আক্ষেপও করছে যে, এদের মসজিদ কেন পুড়লো না। এতো অল্প ক্ষতি কেন হলো আরো অনেক বা আরো বেশি ক্ষতি হওয়া উচিত ছিল? এক কথায় যে বাহ্যিক অগ্নি আমাদের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীদের হিংসা-বিদ্বেষ আর শত্রুতার অনলে পোড়াচ্ছে। অগ্নিকান্ডের ঘটনার সময়ও আহমদীয়া জামাতের কাজ বন্ধ হয়নি। লন্ডনের বাইরের বা যুক্তরাজ্যের বাইরের কোন কথা নয় বরং এখানে লন্ডনেই আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমাদের কোন কোন কর্মী নিঃসন্দেহে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি, এটি একটি সহজাত বিষয়, ক্ষয়-ক্ষতির কারণে দুঃখ-কষ্ট হয়েই থাকে বা আক্ষেপ হয়েই থাকে। কিন্তু দুঃখকে ঘাড়ে বসাতে হয় না। এমটিএ'এর ব্যবস্থাপনার একটি অংশ বরং একটি অনেক বড় অংশ রয়েছে এখানে। সেদিন আমাদের 'রাহে হুদা' অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ার কথা ছিল। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা

সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন যে, এখন এমটিএ'র ষ্টুডিও আমাদের নাগালের বাইরে, জানি না সেখানে অবস্থা কেমন আর সেখানে যাওয়াও সম্ভব নয়, তাই আজকের সম্প্রচারে পুরোনো রেকর্ডিং দেখিয়ে দিবো, লাইভ সম্প্রচার হবে না। আমি যখন জানতে পারলাম তখন আমি বললাম, মসজিদে ফযল থেকে সরাসরি সম্প্রচার হবে এতে কোন বাধা বিপত্তি থাকার কথা নয় আর আমাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া এমন সিদ্ধান্ত তাদের নিজেদের নেয়াই উচিত নয়। তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, এই সরাসরি সম্প্রচারের জন্য এখন কি করা উচিত? এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে তাদের যে ইচ্ছা ছিল বা যে নৈরাশ্য ছিল এর কারণে তারা তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সরাসরি সম্প্রচার যদি না হতো তাহলে আহমদীদেরও এবং জগদ্বাসীকে পরোক্ষভাবে এই বার্তাই দেয়া হতো যে, এরফলে আমাদের পুরো ব্যবস্থা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে অথচ এমনটি হয়নি। অতএব তাৎক্ষণিকভাবে মসজিদে ফযলের ষ্টুডিও থেকে 'রাহে হুদা'-র সরাসরি অনুষ্ঠান হয়। মানুষের ফোন আসে এবং তাদের উত্তরও দেয়া হয় ফলে তারা আশ্বস্ত হন এবং শান্তিও পান। তাই ক্ষয়-ক্ষতির মুখে নিরাশ হয়ে বসে যাওয়া বা নিজেদের জায়গা ছেড়ে শুধু তামাশা দেখার জন্য সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবো এটি আমাদের কাজ নয়। অনেকেই এখানে দাঁড়িয়ে ছিল অথচ তাদের নিজ নিজ কাজে যাওয়া উচিত ছিল বরং তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভাব্য সকল বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল আর নেয়া উচিত, এরপর আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত।

মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব সেই দিনগুলোতে এখানেই ছিলেন। তিনি বলেন, হিজরতের পর জামাত রাবওয়ায় আসে আর রাবওয়ায় জনবসতি গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হয়। তখন জামাতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দূর্বল ছিল। একটি নতুন শহর গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ ছিল। জামাতী বিল্ডিংয়ের নির্মাণ ও মসজিদ নির্মাণের কাজ ছিল। এক বিরাণ ভূমিতে একটি শহর গড়ে তোলার কাজ ছিল। সবকিছু নতুনভাবে নির্মাণের দায়িত্ব ছিল। মসজিদে মোবারক যখন নির্মিত হয় তখন একথা ছড়িয়ে পড়ে, মসজিদ সঠিকভাবে নির্মিত হয়নি। খুব সম্ভব ছাদ সম্পর্কে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে, এতে পর্যাপ্ত উপকরণ ব্যবহৃত হয়নি, এটি ধ্বসে পড়বে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নামাযের জন্য আসেন, দরজা পার হয়ে ভেতর প্রবেশ করে দাঁড়ান, দেখেন এবং বলেন, বলা হচ্ছে, এটি ধ্বসে পড়তে পারে, খতিয়ে দেখুন! যদি কথা সঠিক হয় অর্থাৎ বিল্ডিং এবং ছাদ এতো দুর্বল হয় যে, তা ধ্বসে পড়তে পারে এবং পুনরায় বানাতে হবে; তাহলে ঠিক আছে অন্যান্য পরীক্ষার পাশাপাশি আরো একটি পরীক্ষা আমাদের দিতে হবে। দেশ বিভাগের পর জামাত সেই সময় বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন ছিল। তখন জামাতের অর্থনৈতিক অবস্থার ধারণা যাদের আছে কেবল তারাই হয়তো একথা বুঝবেন কেননা আজকের এবং তখনকার অবস্থার মাঝে বিরাট তফাৎ বা পার্থক্য রয়েছে। যাহোক এমন ঘটনায় আমরা কখনো ভয় পাইনি এবং পাওয়া উচিতও নয়। এই ঘটনাও যদি পরীক্ষাই হয়ে থাকে তাহলে আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত আর নিজ আমল বা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করা উচিত যে, খোদার দরবারে বিনয়াবনত হয়ে দোয়ার মাধ্যমে এই পরীক্ষা আমরা সফলতার

সাথে উত্তরণ করবো, ইনশাআল্লাহ্। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতের ওপর খোদার অশেষ অনুগ্রহ এবং কৃপা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ এই ক্ষয়-ক্ষতির উত্তম প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই ক্ষতি যেভাবেই হোক না কেন, যে-ই ক্ষতি করুক না কেন, আমাদের অযোগ্যতার কারণে বা অসাবধানতার কারণে হয়েছে নাকি দৈবক্রমেই তা ঘটে গেছে, এর কারণ যা-ই হোক না কেন খোদা চান তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদেরকেই পুনরায় এটি সুন্দর রূপে বহাল করতে হবে। আপাতত এর জন্য পৃথক কোন তাহরীক করার প্রয়োজন নেই বা জামাতকে বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু মানুষ না বলতেই এর জন্য টাকা পাঠানো আরম্ভ করে দিয়েছে। বিশেষ করে শিশুরা এর জন্য চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছে। কোন তাহরীক ছাড়াই শিশুরা তাদের ব্যাংকে জমানো অর্থ উপস্থাপন করছে বরং পুরো ব্যাংক পাঠিয়ে দিয়েছে, যত পয়সা ছিল সব পাঠিয়ে দিয়েছে। ৭/৮ বছর বয়সের এক মেয়ে তার পিতাকে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করার পর বলে, সেসব হলে গিয়ে আমরা খাবার খেতাম, খেলতাম, অনুষ্ঠান করতাম, তাই এটি পুনরায় নির্মাণের জন্য আমাদেরও ভূমিকা থাকা উচিত। এই হলো সেই মেয়ের আবেগ ও আন্তরিকতা। সে বলে, আমার কাছে যে পয়সা আছে আমি তা দিচ্ছি, একথা বলে সে নিজের জমানো সব পয়সা নিয়ে আসে। অতএব কোন জাতির শিশুরা যদি এমন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় তাহলে কে তাদের নিরাশ করতে পারে বা সামান্য ক্ষয়-ক্ষতি তাদের কি-ইবা করতে পারে।

আমাদের প্রতিবেশীরাও নিজ দায়িত্ব পালন করছে বা করার চেষ্টা করছে। আমীর সাহেব বলেন, এখানকার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে সংবাদ এসেছে, স্কুলের ছেলে-মেয়েরা এই বিল্ডিংয়ের পুনঃনির্মাণের জন্য কিছু টাকা একত্রিত করে চাঁদা দিতে চায়। এই যে উন্নত নৈতিক আদর্শ যা মুসলমানদের প্রদর্শন করা উচিত ছিল তা অ-মুসলিমরা প্রদর্শন করছে। আমরা তা গ্রহণ করি বা না করি তারা তাদের আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। তাদের আন্তরিকতাকে আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত।

আমি যেমনটি বলেছি, আগুন এত ভয়াবহ ছিল এবং তাপমাত্রা এত বেশি ছিল যে, লোহার কিছু গার্ডার এবং ফ্রেম খড়কুটার মত নিজেদের আকৃতি হারিয়ে বসেছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও কোন কোন অফিস অক্ষত আছে, তাদের রেকর্ড অক্ষত আছে। ওসীয়্যত, কাযা বিভাগ এবং আরো কিছু অফিস সুরক্ষিত আছে। এমটিএ-এর পুরো অংশ রক্ষা পেয়েছে, সেখানে অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র ছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজকে সেখানে কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে। এই অংশটি হলের সাথে লাগোয়া। আমি যখন সংবাদ পেলাম তখন দুঃশ্চিন্তাগ্রস্তও হলাম। বরং সত্যিকার অর্থে এর জন্য দোয়াও এর পরেই আরম্ভ হয় কেননা এখানে আগুন আসার অর্থ হলো, এখন মসজিদের দিকে আগুন অগ্রসর হতে পারে এই আশঙ্কা ছিল। যাহোক খোদা তা'লা অনুগ্রহ করেছেন। তাদের (এমটিএ'র) লাইব্রেরী যদিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিন্তু তারও শতকরা সত্তরভাগ আমরা পূর্বেই অন্য জায়গায় সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। লাইব্রেরীর অনুবাদ বিভাগও শতভাগ সংরক্ষিত এবং সুরক্ষিত আছে। আমার মতে মৌলিক কিছু টেপের যে ক্ষতি হয়েছে, তাতে বিভিন্ন সফর সংক্রান্ত বিস্তারিত রেকর্ডিং ছিল। এটি এমন কোন ক্ষতি নয়

যা সম্পর্কে বলা যেতে পারে, আমাদের ইতিহাস এরফলে মুছে গেছে বরং তারও নির্বাচিত অংশ সংরক্ষিত আছে। এমটিএ-এর এই অংশ সুরক্ষিত থাকা একটি নিদর্শন বা মোজিযা কেননা সংলগ্ন ছাদ পোড়ার পরই আগুন ফিরে যায় বা যারা আগুন নিভিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তা নিয়ন্ত্রণের সামর্থ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাহের হল এবং মসজিদের মূল অংশ পুরো নিরাপদ রয়েছে, যেভাবে বলেছি আর আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রাণের ক্ষতি থেকেও রক্ষা করেছেন।

এক ব্যক্তি লাইব্রেরীতে বসে কাজ করছিলেন। তিনি জানতে পারেন নি যে, বাইরে কি ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, কাজ শেষ করে যখন দরজা খুলে বাহিরে আসি তখন কালো ধুম্রের এক কুণ্ডলি আমার মুখের ভেতরে প্রবেশ করে। আমি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাহিরে এসে ছোটার চেষ্টা করলাম কিন্তু সর্বত্র অন্ধকার আর কালো ধুম্র, সব কিছু বন্ধ ও আবদ্ধ, কিছুই চোখে পড়ছিল না। আমার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আমি তখন বড় কষ্টে গলীর পাশের দেয়াল স্পর্শ ও অনুভব করি আর তা ধরে ধরে হাঁটতে আরম্ভ করি আর একই সাথে দোয়া করতে থাকি কেননা আমার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল আর ধোঁয়ার কারণে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেছেন, 'আগুন তোমার দাস বরং দাসানুদাস বা দাসেরও দাস'। তো আমিও তোমারই দাস, তাই রক্ষা কর। তিনি বলেন, দু'তিন বার এমনও হয়েছে যে, আমার মনে হচ্ছিল, আমি এখনই পড়ে যাব আর কয়েক সেকেন্ডের জন্যও যদি মাটিতে পড়ে যেতেন তাহলে তাপমাত্রা এত বেশি ছিল যে, তাকে কিছুক্ষণের ভেতর কয়লা বানিয়ে ফেলতো। যাহোক তিনি সাহস করে অন্ধকার ধুম্র থেকে বের হতে থাকেন। এরপর যখন দরজায় পৌঁছেন, আলো চোখে পড়ে, তিনি বলেন, এরপর আমি যখন কুলি করি আর মুখ পরিস্কার করি তখন আমার মুখ থেকে কুলির পর এমন কালো রং এর পানি বের হয় যেন আমার মুখে কালি ভরা ছিল। এই হলো তার অবস্থা, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনমূলকভাবে তাকে রক্ষা করেছেন। তার জন্য এটিই অনেক বড় নিদর্শন। কয়েক সেকেন্ডের বিলম্ব তাকে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলতে পারতো, যাহোক আল্লাহ্ তা'লা মহা অনুগ্রহ করেছেন।

হিংসুকদের হিংসা আরো বৃদ্ধি পাবে তাই দোয়ার প্রতি আপনারা মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। **'রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ান্সুরনী ওয়ার্ হামনী'** এই দোয়া পড়ুন, **'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফিনুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরীহিম'** দোয়া পড়ুন। **'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাউ ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানাতাউ ওয়া কিনা আযাবান্নার'** এই দোয়া পড়া উচিত। সত্যিকার অর্থে এটি যদি আমাদের অযোগ্যতা বা দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে তাহলে অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতে আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার তৌফিক দিন আর সব দুর্বলতা দূরীভূত করুন। আর এটি যদি পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে খোদা তা'লা আমাদেরকে সফলভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তৌফিক দিন, তাঁর নিয়ামতরাজি পূর্বের চেয়ে বর্ধিত

মাত্রায় দান করুন আর সেসব ধৈর্যশীলের মাঝে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদেরকে তিনি শুভসংবাদ দেন আর আমরা যেন পূর্বের চেয়ে অধিক উন্নতি এবং অগ্রগতি দেখতে পাই।

নামাযের পর কয়েকটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো। প্রথম জানাযা কাদিয়ানের দরবেশ জনাব চৌধুরী মাহমুদ আহমদ মুবাশ্বের মরহুমের, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ২০১৫ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বরে প্রায় ৯৭ বছর বয়সে কাদিয়ানে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি সারগোধার অধিবাসী ছিলেন। ১৯৩৪ সনে কাদিয়ানের মাদ্রাসা আহমদীয়ায় আসেন। ১৯৪৩ সনে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশে তিনি কাদিয়ান স্থানান্তরিত হন। কাদিয়ানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন, কায়-মোকাম অডিটর এবং নায়েব অডিটরের দায়িত্ব পালন করেছেন। আঞ্জুমানের মুখতারে আম হিসেবেও শাহজাহানপুরে কাজ করেছেন। কাদিয়ানের জায়েদাদ অফিসের অধীনে জামাতের ভূমির তত্ত্বাবধান করেন। উনি খিদমতের অনেক তৌফিক পেয়েছেন। সিলসিলাহ্র কাজীও ছিলেন, দাওয়াত ও তবলীগ এবং তালীম ও তরবীয়ত বিভাগেও তিনি জামাতের খিদমত করেছেন এবং সেখান থেকেই তিনি জামাতী দায়িত্ব হতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কবিতাও লিখতেন। মানুষের আবেগ অনুভূতিকে কবিতার ভাষায় প্রকাশ করতেন। মিশুক এবং হাসিমুখ মানুষ ছিলেন, উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আতিথেয়তা করতেন। কাদিয়ানে অমুসলিম শ্রেণীর সাথে সুন্দর সামাজিক মেলামেশার কারণে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তার জানাযায় অমুসলিমদেরও একটি বিরাট শ্রেণী যোগ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে চারজন পুত্র এবং তিন কন্যা দান করেছেন। দুই ছেলে কাদিয়ানে আছে আর এক ছেলে এবং দুই মেয়ে পাকিস্তানে রয়েছে।

কাদিয়ানে যে অতিথিই আসতেন তিনি তার সেবা করতেন, পরিচিত হোক বা অপরিচিত। দরবেশ হিসেবে পুরো যুগ ধৈর্য এবং মনোবলের সাথে কাটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততিকে তার সকল সৎকর্মকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা, সিরিয়ার জনাব খালেদ সেলিম আব্বাস আবুল হাজী সাহেবের। যিনি ২৭শে আগস্ট ২০১৫ সনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি সিরিয়ার পুরোনো নিষ্ঠাবান আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মনিরুল হাসনি সাহেবের তবলীগে ১৯২৭ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। নামায, রোযার প্রতি অনুরাগী, সরল প্রকৃতি, সত্যভাষী, অতিথিপরায়ণ, পরিশ্রমী, বিশ্বস্ত এবং অনুগত আর নেক ও নিষ্ঠাবান একজন মানুষ ছিলেন। পেশাগতভাবে তিনি মিস্ত্রী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল, জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং মুরুব্বীদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। সবার সাথে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। রীতিমত জুমুআর নামায পড়তেন। যদিও তাঁর ঘর জুমুআর সেন্টার থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে ছিল তাসত্ত্বেও তিনি সবার আগে জুমুআর জন্য সেখানে উপস্থিত হতেন।

আযান দেয়ার গভীর আগ্রহ ছিল। বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ় সাহসী ছিলেন। নিজেই পুরোনো আহমদীদের কাছে সাক্ষাতের জন্য যেতেন। খুতবা এবং বিভিন্ন বক্তৃতা রীতিমত শুনতেন এবং মানুষকে পৌঁছাতেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করেন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেন। যুক্তরাজ্য এবং রাবওয়ার জলসা সালানাতেও অংশগ্রহণ করেছেন। সব মুরুব্বী যারাই তাঁর সাথে ছিলেন, তারা তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা এবং মুরুব্বীদের সাথে তার ব্যবহারের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর একমাত্র কন্যা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, বাকী সন্তান-সন্ততিরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেনি। এটি নিয়ে তার খুবই আক্ষেপ এবং দুঃখ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দিন এবং তার দোয়া ও নেক বাসনা তার সন্তানদের অনুকূলে কবুল করুন। তাঁর আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা হলো, তিনি একবার দেখেন যে, এক ব্যক্তি এক মৌলভীর সাথে আলোচনা করছে। আল্লাহ্ এবং রসূলের দোহাই দিয়ে সেই ব্যক্তি তাকে কিছু বলছেন কিন্তু মৌলভী অনবরত তাকে কাফির কাফির বলে যাচ্ছিল। অবশেষে তিনি জানতে পারেন যে, যাকে কাফির বলা হচ্ছে তিনি আহমদী ছিলেন। তিনি ভাবলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসূলের কথা বলছে অথচ মৌলভী তাকে কাফির আখ্যায়িত করছে। এই কারণে তিনি অবশেষে সেই আহমদীর সাথে যোগাযোগ করে জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জন করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা সংক্রান্ত তথ্য সাথে নেই তার নাম এখন আমার মনে নেই। যাহোক তিনিও সিরিয়ান একজন আহমদী বন্ধু। আজকাল সেখানে যুদ্ধের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। সিরিয়ার বিরাজমান পরিস্থিতির জন্যও দোয়া করুন যেন অবস্থায় পরিবর্তন আসে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিন, পরস্পরের শিরোচ্ছেদের পরিবর্তে বা পরস্পরকে হত্যা করার পরিবর্তে তারা সত্যিকার মুসলমান হোক। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ভেতর দয়া-মায়া সৃষ্টি করুন আর তাদেরকে যুগ ইমামকে মানার তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।